

পালিত হল বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস



সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়

Documentation Officer, LFWB

একটি রোগের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু চিকিৎসা দিয়েই হয় না। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং একসঙ্গে এগিয়ে চলার সংকল্প। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালনে উদ্যোগী হয়। ২০২৬ সালেও তার অন্যথা হয়নি। এ বছর ২৮ জুলাই লিভার ফাউন্ডেশনের প্রস্তাবিত ইউনিভার্সিটি অফ হিউম্যান অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয় দিনভর সচেতনতামূলক কর্মসূচি। একই সঙ্গে এদিন বীরভূমের সিউড়ি ও পুরুলিয়াতেও পালিত হয় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই সম্মিলিত আয়োজনের লক্ষ্য ছিল একটাই—ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং স্কুল-কলেজের তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের ‘স্বাস্থ্যদূত’ হিসেবে গড়ে তোলা।

সোনারপুরের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সেদিন পরিণত হয়েছিল একটি প্রতীকী ‘নো হেপ ভিলেজ’-এ। সচেতনতামূলক পোস্টার, বার্তা ও নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় এমন এক সমাজের ছবি, যেখানে মানুষ হেপাটাইটিস সম্পর্কে জানে, সতর্ক থাকে এবং রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। তবে এই ‘নো হেপ ভিলেজ’ শুধুই অনুষ্ঠানের একটি ভাবনা নয়। ২০১৮ সাল থেকেই এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে লিভার ফাউন্ডেশন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০৩০ সালের মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিস নির্মূলের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে হেপাটাইটিস-মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়ার সীতারামপুর এবং বীরভূমের কাটাঝুনি সেই উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উদাহরণ। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে কর্মসূচিতে সাময়িক ছেদ পড়লেও এদিন সেই থেমে যাওয়া পথেই নতুন করে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ১১টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক, চিকিৎসক, হেপাটাইটিস পেশেন্ট ফোরামের সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক দেবশঙ্কর হালদার। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডা. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়।

লিভার ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা ডা. অভিজিৎ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন, লিভার ফাউন্ডেশনের কাজ কেবল লিভারের রোগের চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়। সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই বৃহত্তর লক্ষ্য। হেপাটাইটিস প্রতিরোধে সচেতনতা, টিকাকরণ, সময়মতো রোগ নির্ণয়, নিরাপদ পানীয় জল, উন্নত স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান স্কুলতা ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার কারণে বাড়তে থাকা লিভারের রোগের ঝুঁকির কথাও উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীদের সমাজে স্বাস্থ্যসচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দেবশঙ্কর হালদার তাঁর বক্তব্যে জনসচেতনতার সঙ্গে মানুষের অংশগ্রহণ ও সামাজিক বন্ধনের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। শৈশবের একটি অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বোঝান, কীভাবে হেপাটাইটিস ভাইরাস নীরবে শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে লিভারের ক্ষতি করতে পারে। তাই রোগ সম্পর্কে জানা, সময়মতো পরীক্ষা করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই হতে পারে বড় বিপদ এড়ানোর পথ। ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহলী হয়ে শেখা এবং সেই জ্ঞান সমাজের অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।





বিধায়ক দেবাশিস ধর লিভার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "একসময় উন্নত লিভার চিকিৎসার জন্য বহু রোগীকেই রাজ্যের বাইরে যেতে হত। আজ লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লিভার চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও গবেষণায় আরও বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারি ও কর্পোরেট সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।



অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রাণবন্ত অংশ ছিল ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ। ১১টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হয় 'Prevention is Better than Cure' শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং 'Know Hep, No Hep' বিষয়ক পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ৩৪ জন এবং পোস্টার প্রতিযোগিতায় ২৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।



বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুলের রাজকৃষ্ণ ভৌমিক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের মৃন্ময় পাল এবং যাদবপুর বিদ্যাপীঠের পার্থসারথি মণ্ডল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস -এর সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সুপর্ণা পাল, এই হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস এর অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর অঙ্কিতা রায় এবং জন সি মার্টিন সেন্টার ফর লিভার রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশনস-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মধুমিতা দত্ত।

পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যাদবপুর এন. কে. পাল আদর্শ শিক্ষায়তনের মোহিত বেগ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের সৌভিক দাস এবং জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুলের অঙ্কিতা মণ্ডল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে।

বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট শিল্পশিক্ষক প্রসেনজিৎ মণ্ডল ও অলকানন্দা। মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্ঠানে তাঁদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। দু'টি প্রতিযোগিতায় শুধু বিজয়ীরাই নয়, অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্রছাত্রী এবং বিদ্যালয়কেও সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের লিভার ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বই উপহার দেওয়া হয়।

এদিনের আয়োজনের আর এক মানবিক দিক, হেপাটাইটিস পেশেন্ট ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণ। প্রায় ৩০ জন সদস্য লাইভ ক্রাফটিং সেশনে অংশ নেন। তাঁদের প্রত্যেককে অংশগ্রহণের শংসাপত্র দেওয়া হয়। এর সঙ্গে এঁদের মধ্যে তিনজনকে সৃষ্টিশীল ও উদ্যমী শিল্পকর্মের জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। এই পর্ব যেন অনুষ্ঠানের মূল বার্তাটিকেই আরও গভীর করে তোলে- হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রোগী কেবল চিকিৎসা প্রাপক নন, তিনিও সচেতনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার। দিনের শেষে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস (IILDS) পর্যন্ত সাইকেল র্যালির মধ্য দিয়ে আরও একবার উচ্চারিত হয় হেপাটাইটিস-মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

সিউড়ি ও পুরুলিয়াতেও একই বার্তা

সোনারপুরের পাশাপাশি সিউড়িতেও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পালিত হয় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের NSS-বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। ছিল হেপাটাইটিস কুইজ, স্লোগান প্রতিযোগিতা। এর সঙ্গে ছিল বিশেষজ্ঞদের সচেতনতামূলক বক্তব্য এবং কলেজ চত্বর ঘিরে সচেতনতা র্যালি। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক তপন পারিচা। উপস্থিত ছিলেন ডা. শৈবাল মজুমদার, ডা. কাজল চট্টোপাধ্যায় এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রীতা মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে সচেতনতা র্যালিতে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়ে স্থানীয় মানুষের কাছে হেপাটাইটিস প্রতিরোধের বার্তা পৌঁছে দেয়।

পুরুলিয়ার এম. এম হাই স্কুলে প্রায় ১১০ জন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় সচেতনতামূলক কর্মসূচি। সেখানে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ র্যালির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় হেপাটাইটিস প্রতিরোধের বার্তা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী স্বপন কুমার সাউ সহ বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হেপাটাইটিসের কারণ, প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২৬-এর এই রাজ্যব্যাপী আয়োজনের সবচেয়ে বড় বার্তা হয়তো এখানেই- একজন ছাত্র যখন বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে হেপাটাইটিস সম্পর্কে জানায়। একজন শিক্ষক যখন সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। একজন রোগী নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্যকে সতর্ক করেন। কিংবা একটি সাইকেল র্যালি, মানুষের দরজায় পৌঁছে দেয় প্রতিরোধের বার্তা— তখনই চিকিৎসার গণ্ডি পেরিয়ে তৈরি হয় এক সামাজিক আন্দোলন।



পুরুলিয়ার এম. এম হাই স্কুলে আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি



সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের NSS-বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মসূচি

সচেতনতা, প্রতিরোধ ও জিনোম বিজ্ঞান বাঁচাচ্ছে হেপাটাইটিস রোগীর জীবন



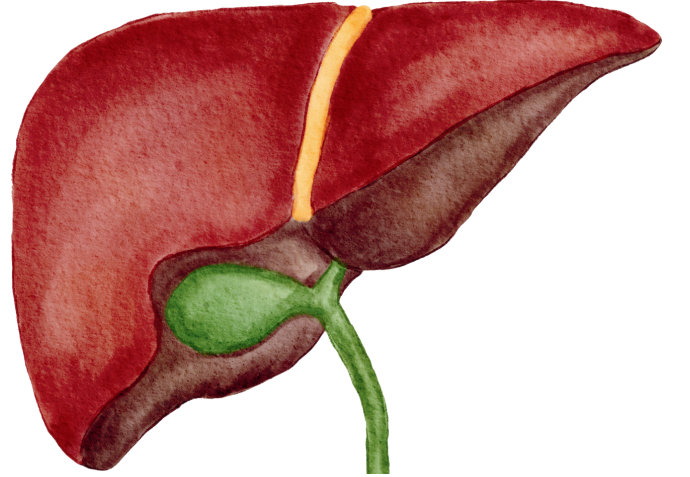
অঙ্কিতা চট্টোপাধ্যায়

Assistant Professor, JCLMRI

প্রতি বছর ২৮ জুলাই বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত হয়। ২০২৬ সালের মূল থিম - 'হেপাটাইটিস: চলুন বাধাগুলো ভেঙে ফেলি'। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের কাছে জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার পথে সব সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাধা দূর করা। বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর ১৩ লাখেরও বেশি মানুষ ভাইরাল হেপাটাইটিসে মারা যান। পাশাপাশি মেটাবলিক ফ্যাটি লিভারের সমস্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অব দ্য লিভার (INASL) -এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ১৬% থেকে ৩২% মানুষ ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত, যা হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। দেরিতে রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসার খরচ অনেক বেড়ে যায়। তবে প্রাথমিক সচেতনতা ও নিয়মিত পরীক্ষা জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি খরচের বোঝাও কমায়। হেপাটাইটিস বি-এর টিকা এবং হেপাটাইটিস সি-এর নিরাময়কারী ওষুধ থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক লজ্জা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার খামতির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও চিকিৎসার বাইরে রয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে চিকিৎসায় জিনোম বিজ্ঞান (ডিএনএ পরীক্ষা) যুক্ত হওয়ায় নতুন দিশা মিলেছে। ভাইরাসের ডিএনএ পরীক্ষা করে ওষুধের কার্যকারিতা এবং মানুষের জিন পরীক্ষা করে লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি আগেই বোঝা যায়। এর ফলে চিকিৎসকেরা রোগীর জন্য সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণ করতে পারছেন।

গবেষণা এবং জিনোম বিজ্ঞান কীভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় পরিবর্তন এনেছে, তার ৩টি বাস্তব উদাহরণ:

- ক্যান্সার আগেই শনাক্তকরণ: দীর্ঘদিনের হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত এক রোগীর আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ডাক্তাররা রক্তে ভাসমান ডিএনএ পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ফলে স্ক্যানের টিউমার স্পষ্ট হওয়ার আগেই দ্রুত চিকিৎসা করে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়।



- শিশুদের রহস্যময় রোগের সমাধান: কয়েক বছর আগে কিছু শিশুর মধ্যে হঠাৎ তীব্র লিভারের প্রদাহ দেখা যায়। সাধারণ পরীক্ষায় কোনো জানা হেপাটাইটিস ভাইরাস ধরা পড়েনি। বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ ডিএনএ সিকোয়েন্সিং করে আবিষ্কার করেন যে, একটি সাহায্যকারী ভাইরাস (AAV2) এবং শিশুদের নির্দিষ্ট ইমিউন জিনের (HLA) যৌথ প্রভাবেই এই সংকট তৈরি হয়েছিল। এই আবিষ্কার সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে।

- ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধ: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এক রোগীর সাধারণ লিভার রিপোর্ট স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জিনগত পরীক্ষায় (PNPLA3 Gene) দেখা যায় যে, তাঁর লিভার কোষে দ্রুত ক্ষতিকর চর্বি জমছে। ডাক্তাররা তখনই সতর্ক হন এবং সঠিক জীবনযাত্রা ও ওষুধের মাধ্যমে লিভার স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (সিরোসিস) হওয়ার আগেই রোগীকে সুস্থ করে তোলেন।

জিনোম বিজ্ঞান হেপাটাইটিস চিকিৎসাকে 'রোগ হওয়ার পরের চিকিৎসা' থেকে 'রোগ হওয়ার আগেই প্রতিরোধে' রূপান্তর করেছে। সচেতনতা, সঠিক ওষুধ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঠিক সমন্বয়ে সকলের জন্য উন্নত লিভার চিকিৎসা আজ সম্ভব হচ্ছে।

যুক্তি তক্কো আর গল্পো: ঋত্বিক ঘটকের ক্যারিশমা



৪ আগস্ট। ‘ঋত্বিক যাপন’-এর নবম পর্ব। আলোচনার কেন্দ্রে ঋত্বিক ঘটকের কালজয়ী ছবি যুক্তি তক্কো আর গল্পো। কিন্তু এদিনের আসরে শুধু একটি ছবির আলোচনা হয়নি—স্মৃতি, গল্প, সিনেমার ইতিহাস আর এক কিংবদন্তি স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব মিলেমিশে যেন তৈরি হয়েছিল এক জীবন্ত ঋত্বিক-চিত্র। অনুষ্ঠানের সূচনা ও সঞ্চালনা করেন লিভার ফাউন্ডেশন পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ডা. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, প্রতিকূলতার মধ্যেও নির্ধারিত সময়ে কর্মসূচি পালনের যে ঐতিহ্য লিভার ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই বহন করে আসছে, ‘ঋত্বিক যাপন’-ও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতি মাসের ৪ তারিখে এই আয়োজন চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন ৪ নভেম্বর—তঁার জন্মদিনের ৪-কে কেন্দ্র করেই যেন তৈরি হয়েছে এই সাংস্কৃতিক যাত্রার নিজস্ব ছন্দ। এদিনের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন যুক্তি তক্কো আর গল্পো-র অন্যতম অভিনেতা সুগত বর্মণ এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক, সাংবাদিক ও লেখক কমলেন্দু সরকার। গত বর্মণের কথায় ঋত্বিক ঘটক যেন পর্দা থেকে নেমে এসে বসেছিলেন দর্শকের সামনে। তিনি ঋত্বিককে বিশ্লেষণ করেননি, ফিরিয়ে এনেছেন নিজের স্মৃতির ভিতর থেকে।

১৯৭১-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি বেনেপুকুরের এক চায়ের দোকানে প্রথম দেখা। হঠাৎ ট্যাক্সি এসে দাঁড়ানো, বরুণ বস্কীর ড্রাইভার বাহাদুরের ডাক—“সাহাব নে আপকো জলদি বুলায়”—তারপর চারতলায় ঋত্বিকের ঘরে পৌঁছনো। পরিচয়ের পর কবিতা আবৃত্তির অনুরোধ। সুগত বর্মণ রবীন্দ্রনাথের ‘প্রশ্ন’ আবৃত্তি শুরু করতেই ঋত্বিক থামিয়ে দিলেন—“বাক্যশুদ্ধি হয়নি।” সেই সময় যুক্তি তক্কো আর গল্পো-র প্রায় সমস্ত কাস্টিং শেষ। বাকি ছিলেন দুজন—সুগত বর্মণ ও বঙ্গবাবা। সেই সাক্ষাৎ থেকেই শুরু হল তাঁর ঋত্বিক-যাত্রা। ঋত্বিকের কাজের ধরন নিয়ে সুগতবাবুর স্মৃতিই হয়ে উঠল এদিনের আসরের অন্যতম বিষয়। ঋত্বিক প্রচলিত অর্থে স্ক্রিপ্ট লিখতেন না। সিনেমাটি যেন আগে থেকেই সম্পূর্ণ তৈরি থাকত তাঁর মাথার ভিতর। ক্যামেরাম্যান বেবি ইসলাম তাঁর সেই অন্তর্লীন ভাষাকে ক্যামেরায় অনুবাদ করতেন। তাঁর এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক ধরনের দুর্বীর ব্যক্তিত্ব—ক্যারিশমা। খ্যাতিমান সেতারবাদক বাহাদুর খাঁকেও একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, “তুমি কাঁহাসে সংগীত সিখা?” উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গল্পও সেই ক্যারিশমারই আর এক অধ্যায়। উত্তমকে নিয়ে স্বপ্ন সত্যি হবে নামে ছবি করার পরিকল্পনা করেছিলেন ঋত্বিক। এক গভীর রাতে এক দিস্তা কাগজ হাতে নিয়ে উত্তম কুমারকে পুরো চিত্রনাট্য পড়ে শোনালেন। ঋত্বিক চলে যাওয়ার পর উত্তম কুমার দেখলেন—দিস্তার সব কাগজই সাদা। একটি শব্দও লেখা নেই। অথচ পুরো ছবিটি ছিল ঋত্বিকের মাথায় জীবন্ত।

কমলেন্দু সরকার পরে এই প্রসঙ্গটিই আরও বিস্তৃত করেন। তাঁর কথায়, ঋত্বিকের সেই প্রস্তাবিত ছবির কেন্দ্রে ছিল এক যুবকের ম্যানিকুইনের প্রতি প্রেম। মিন্টো পার্ক থেকে উত্তমকুমারের গাড়িতে করে ঋত্বিকের বাড়ি যাওয়া, রাতভর সেই অদৃশ্য চিত্রনাট্য শোনানো—আর শেষে সাদা কাগজের বাউন্ডল—এই ঘটনাই যেন ঋত্বিকের সৃষ্টিশীলতার এক কিংবদন্তি হয়ে আছে। ছবি বিশ্বাসকে শুটিংয়ের সময় অভিনয়ের একটি জায়গায় সরাসরি আপত্তি জানানো, এবং ছবি বিশ্বাসের অনুরোধে নিজেই সেই অভিনয় করে দেখানো—কমলেন্দুবাবুর বর্ণনায় সেই ঘটনাও উঠে আসে। গীতা দে-র সূত্রে জানা এই স্মৃতি দেখায়, ঋত্বিকের কাছে অভিনয়ও ছিল তাঁর নিজের শরীর ও কণ্ঠে উপলব্ধ এক সম্পূর্ণ ভাষা।

সুগতবাবুর স্মৃতিতে ঋত্বিকের শেষ জীবনের ছবিও ততটাই তীব্র। মৃত্যুর মাত্র সাত দিন আগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কথা উঠতেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—“আমার নাম ঋত্বিক ঘটক, কে বলেছে আমি অসুস্থ?” আর তাঁর ‘চাট’? এই প্রশ্নের উত্তরেই যেন সেদিনের আলোচনার সবচেয়ে ঋত্বিকসুলভ মুহূর্তটি লুকিয়ে ছিল। পুদোভকিনের Film Technique and Film Acting এবং আইজেনস্টাইনের বই। এক সন্ধ্যায় সুগতবাবুর বাড়িতে গিয়ে সারারাত সেই বই পড়েছিলেন ঋত্বিক—পাশে মদের গ্লাস, হাতে বিড়ি। ট্যাক্সি করে সারা কলকাতা ঘুরে আসার মতো বিপুল ভাড়ার সেই যাত্রার শেষে তাঁর আসল গন্তব্য যেন ছিল বই, সিনেমা ও চিন্তার জগৎ।

কমলেন্দু সরকার এদিন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন—ঋত্বিককে জানতে হলে তাঁকে পড়তে হবে। আইজেনস্টাইনের পর চলচ্চিত্র নিয়ে এত বিপুল লেখালেখি এবং সাক্ষাৎকার রেখে যাওয়া স্রষ্টা হিসেবে ঋত্বিক এক বিরল সম্পদ। ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি ঋত্বিকের ছবির চরিত্রদের খুঁজে চলেছেন। নীতাকে তিনি পেয়েছেন; অযাত্তিক-এর গাড়ির চালককেও খুঁজে পেয়েছিলেন—যিনি তাঁর গাড়িকে সন্তানের মতো ভালোবাসতেন।



মুন্সইয়ে মাধুরী দীক্ষিতের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তাঁর কাছে বাংলা সিনেমা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাধুরী জানান, সত্যজিৎ রায়ের পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটকের ছবিও তিনি দেখেন। মেঘে ঢাকা তারা-র চাবুকের শব্দ তাঁকে কাঁদিয়েছিল—এই স্মৃতিও উঠে আসে তাঁর কথায়। আলোচনার একেবারে শুরুতেই কমলেন্দু সরকার, ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়ের হাতে তাঁর লেখা সত্যজিৎ, ঋত্বিক এবং মৃণাল বইটি তুলে দেন প্রস্তাবিত ঋত্বিক-চর্চা কোর্সের গ্রন্থাগারের প্রথম বই হিসেবে। যেন এদিনের কথোপকথন শুধু একটি সন্ধ্যার স্মৃতিতে থেমে থাকল না; ভবিষ্যৎ পাঠ ও গবেষণার জন্যও রেখে গেল একটি দরজা।



শেষ পর্যন্ত ‘ঋত্বিক যাপন’-এর নবম পর্ব হয়ে উঠল এক অভূত পুনরাবিষ্কার। পর্দার ঋত্বিক নয়, স্মৃতির ঋত্বিক; ইতিহাসের ঋত্বিক নয়, মানুষের ভেতর বেঁচে থাকা ঋত্বিক। মদের গ্লাসের পাশে পুদোভকিন, বিড়ির ধোঁয়ার ভিতর আইজেনস্টাইন, সাদা কাগজের বাউন্ডে অদৃশ্য চিত্রনাট্য—সব মিলিয়ে এক অসম্ভব প্রাণবন্ত, অস্থির, সৃষ্টিশীল মানুষ।

সন্ধ্যা শেষ হল, কিন্তু ঋত্বিক শেষ হলেন না। তাঁর চরিত্রেরা যেমন কমলেন্দু সরকারের অনুসন্ধানে আজও রাস্তায় হেঁটে বেড়ান, তেমনই তাঁর সিনেমাও প্রশ্ন রেখে যায়—যুক্তি, তর্ক আর গল্পের শেষ কোথায়? হয়তো সেখানেই আগামী ৪ সেপ্টেম্বরের অপেক্ষা।



গোধূলির রঙে হবে এ ধরণী স্বপ্নের দেশ তো



বার্সেলোনার সাগ্রাদা ফামিলিয়া ব্যাসিলিকা

ময়ুমমালা পাল
LIBRARIAN, CINHS



দেবশ্রী বিষ্ণু
ASSISTANT PROFESSOR, JCMLRI

চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউটে পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান

অঙ্কিতা রায়
Assistant Professor CINHS



চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেসের প্রথম বর্ষের GNM কোর্সের ছাত্রীদের উদ্যোগে এবং শিক্ষিকাদের পরিচালনায় ৩০ জুলাই একটি চমৎকার পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের পাঠ্যক্রম মেনে তৈরি এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল, দৈনন্দিন জীবনে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব সহজভাবে তুলে ধরা। ছাত্রীরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করে:

গ্রুপ এ (ড্যাশ ডায়েট): 'ডায়েট ফর আ হেলদি হার্ট'- সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্য ঠিক কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস প্রয়োজন, তা তুলে ধরে এই দলটি।

গ্রুপ বি (অ্যান্টিনেটাল ডায়েট): 'নারিশ দ্য মাদার, নারচার দ্য বেবি'- হবু মায়েরা কীভাবে নিজেদের পুষ্টির খেয়াল রেখে সুস্থ সন্তান গড়ে তুলতে পারেন, ছিল সেই আলোচনা।

গ্রুপ সি (হেপাটিক ডায়েট): 'হেলদি লিভার বিগিনস উইথ হেলদি ফুড'- লিভার ভালো রাখতে দৈনন্দিন খাবারে কী কী পরিবর্তন আনা জরুরি, তা সহজভাবে দেখানো হয়।



প্রতিটি দলের পরিবেশনাই ছিল বেশ গুছানো ও তথ্যপূর্ণ। শুধু উপস্থাপনাই নয়, পুরো আয়োজনে ছিল গঠনমূলক মূল্যায়নের ব্যবস্থা। আমন্ত্রিত অতিথিদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও একে অপরের উপস্থাপনার রিভিউ ও স্কোরিংয়ে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি IILDS ও JCMLRI-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিতে আলাদা মাত্রা যোগ করে।

বইয়ের পড়াশোনাকে বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ এই কর্মসূচিতে ছাত্রীরা পেল। দলগত কাজ, যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার এই অভিজ্ঞতা ছাত্রীদের আগামী পেশাগত জীবনে কাজে লাগবে। সঠিক পুষ্টি যে শুধুই রোগ প্রতিরোধ করে তা নয়, সঠিক পুষ্টি একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবনের ভিত্তিও। এই বার্তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠছিল পুরো আয়োজনে।



Clinical-Basic Research Collaboration through Journal Presentation Series



The 'Clinical-Basic Research Collaboration through Journal Presentation' series was inaugurated on August 18, 2026.

The inaugural session featured presentations from Dr. Ankita Chatterjee, Assistant Professor in the Department of Genomics at JCMLRI, and Dr. Samannay Das, Assistant Professor in the Department of Pediatric Gastroenterology at IILDS. Both speakers shared insights from high-impact research articles recently published in esteemed, peer-reviewed journals. The one-hour event concluded with rigorous critical academic discussions and identified promising avenues for future collaborative research partnerships.

ঐতিহ্যকে সম্মান, ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার



৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে
আই আই এল ডি এস- প্রাঙ্গণে
হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার
গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক জাতীয়
পতাকা উত্তোলন।

অন্যদিকে আমাদের সিউডি,
বীরভূমে অবস্থিত 'অরুণ পরশ'
প্যালিয়েটিভ সেন্টারে
চিকিৎসাপ্রাপকদের নিয়ে স্বাধীনতা
দিবস পালন।

ডিরাক মেডেলে সম্মানিত দীপক ধর



অঙ্কিতা গঙ্গোপাধ্যায়, LFWB

বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অধ্যাপক দীপক ধর ২০২৬ সালে 'ডিরাক মেডেল' পেলেন। রাশিতাত্ত্বিক বলবিদ্যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স এই সম্মান দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে চালু হওয়া এই পুরস্কার তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অসামান্য অবদানের জন্য দেওয়া হয়। অতীতে স্টিফেন হকিং-সহ বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এই সম্মান পেয়েছেন।

এ বছর ধর-সহ চারজন পদার্থবিদ নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৫১ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে জন্ম দীপক ধরের। হিন্দি-মাধ্যমে পড়াশোনা করেও ছোটবেলায় বাবার এনে দেওয়া বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা, বিশেষত 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং সায়েন্স', তাঁকে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করে তোলে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি কানপুরের পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে যান। সেখানে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানকে শিক্ষক হিসেবে পান। তিনি 'ফাইনম্যান স্কলারশিপ' পান এবং তাঁর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করেন। অধ্যাপক ধরের পিএইচডি গাইড ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিদ জন ম্যাথিউস। ১৯৭৮ সালে তিনি পিএইচ ডি সম্পন্ন করেন।

বিদেশে থাকার সুযোগ পেয়েও ভারতে ফিরে তিনি টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাউন্ডেশনাল রিসার্চ এবং পরে আইজার পুনেতে গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে 'ধর বার্নিং অ্যালগরিদম', যা স্যাভপাইল মডেল এবং জটিল ব্যবস্থার গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সালে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে বোল্টজম্যান মেডেল পান। ২০২৩ সালে পান পদ্মভূষণ। লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী দীপক ধরকে আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর অসামান্য অবদান ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে আমরা গর্বিত।

